ষোল সোমবার ব্রত কথা

একবার শ্রী মহাদেব, মা পার্বতীর সাথে ভ্রমণ করতে করতে পাতাললোক এর অমরাবতী নগরীতে এসেছিলেন। সেখানকার রাজা শিবের মন্দির তৈরি করেছিলেন। একদিন মা পার্বতী ভগবান শ্রী মহাদেব এর সাথে চৌসর খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।মা পার্বতীর এই ইচ্ছা শুনে ভগবান শ্রী মহাদেব, মা পার্বতীর সাথে চৌসর খেলতে লাগলেন। খেলা শুরু হতেই সেই মন্দিরের পুরোহিত সেখানে উপস্থিত হলেন। পুরোহিতকে দেখে মা পার্বতী পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করলেন- বলুন এই খেলায় কে জিতবে?পুরোহিত উত্তর দিলেন- ভগবান শ্রী মহাদেব এই খেলায় জিতবেন। কিন্তু চৌসর খেলায় ভগবান ভোলেনাথ পরাজিত হন এবং মা পার্বতী জয়ী হন। তারপর মা পার্বতী মিথ্যা বলার অপরাধে পুরোহিতকে কুষ্ঠ হওয়ার অভিশাপ দেন এবং ভগবান শিব ও মা পার্বতী সেই মন্দির থেকে কৈলাস পর্বতে ফিরে আসেন। এদিকে দেবী পার্বতীর অভিশাপের কারণে পুরোহিত কুষ্ঠরোগী হন।সেই শহরের বাসিন্দারা কুষ্ঠরোগী পুরোহিতের ছায়া থেকে দূরে থাকতে শুরু করে। কিছু নগরবাসী রাজার কাছে বিষয়টি পৌঁছে দেয়। রাজা, কোনো পাপের কারণে পুরোহিত কুষ্ঠরোগী হয়েছেন ভেবে সেই মন্দির থেকে তাকে বহিষ্কার করেন এবং তার জায়গায় অন্য পুরোহিত নিযুক্ত করেন। কুষ্ঠরোগী পুরোহিত মন্দিরের বাইরে বসে ভিক্ষা করতে কিছুকাল পর কিছু অপ্সরা ওই মন্দিরে পূজার জন্য আসেন এবং কুষ্ঠরোগী পুরোহিতকে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করেন। পুরোহিত বিনা দ্বিধায় তাদের পুরো ঘটনা খুলে বললেন। তখন অপ্সরারা পুরোহিতকে ষোলো সোমবার উপবাস করতে বললেন এবং বললেন ভগবান শ্রী মহাদেব তোমার সমস্ত কষ্ট দূর করবেন। পুরোহিত কৌতূহলবশত ষোল সোমবার ব্রত পদ্ধতি (16 Somwar Vrat Katha In Bengali) জিজ্ঞাসা করলেন। অপ্সরা বললেন ১৬ সোমবার ব্রত নিয়ম বিধি - সোমবার উপবাস করতে হবে, পরিষ্কার বস্ত্র ধারণ করে সন্ধ্যায় পূজার পর - ঘি, গুড় ও গমের আটার তিনটি অংশ নৈবেদ্য তৈরি করতে হবে ও বাটি ঘি, ধূপ, গুড়, গোটা আতপ চাল নৈবেদ্য, বেলপত্র, চন্দন, ফুল দিয়ে ভগবান ভোলেনাথের পূজা করুন। তারপর আটার ওই তিনটি অংশের একটি মহাদেব কে নিবেদন করে অপর দুটি অংশ মহাদেবের প্রসাদ হিসেবে বিতরণ করতে হবে এবং নিজেকেও সেই প্রসাদ গ্রহণ করতে হবে। এই পদ্ধতিতে ষোলো সোমবার ব্রত পালন করার পর সপ্তদশ সোমবার আড়াই সের গমের আটা, গুড় ও ঘি দিয়ে নৈবেদ্য অর্পণ করুন এবং তারপর সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করুন, নিজেও প্রসাদ গ্রহণ করুন। এমনভাবে ব্রত পালন করলে ভোলেনাথ আপনার মনোবাসনা অবশ্যই পূর্ণ করবে এই কথা বলে অপ্সরারা স্বর্গে চলে গেলেন।

পুরোহিত ষোলটি সোমবার উপবাস করে রোগমুক্ত হন এবং তারপর মন্দিরে আবার পূজা শুরু করেন। কিছু দিন পর শ্রী মহাদেব - মা পার্বতী আবার সেই মন্দিরে আসেন। পুরোহিতকে সুস্থ দেখে মা পার্বতী তাকে রোগমুক্ত হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। পুরোহিত অপ্সরাদের বলা ষোলো সোমবারের ব্রতর পুরো কাহিনী বর্ণনা করলেন।দেবী পার্বতী খুব খুশি হলেন এবং পুরোহিতের কাছ থেকে ষোল সোমবার ব্রত বিধি শিখে তিনি নিজেই ষোল সোমবার ব্রত করতে শুরু করলেন। ফলে অসন্তুষ্ট কার্তিক মায়ের বাধ্য হয়ে পড়লেন। কার্তিকও মা পার্বতীকে জিজ্ঞেস করেন যে কেন আমার মন তোমার পায়ে পড়ল। দেবী পার্বতী কার্তিককে 16 সোমবার ব্রত পদ্ধতি বললেন।কার্তিকও ষোলো সোমবার ব্রত করেন, ফলস্বরূপ তিনি তাঁর দীর্ঘ হারানো বন্ধুকেও পেয়ে যান। বন্ধু কারণ জিজ্ঞেস করলেন। যখন কার্তিক তাকে ষোল সোমবারের উপবাসের পদ্ধতি জানালেন, তখন তার বন্ধু তার বিবাহের ইচ্ছা অনুসারে ব্রত রাখলেন, ফলস্বরূপ তিনি একদা বিদেশে যান এবং সেখানে এক রাজার কন্যার স্বয়ংবর (বরযাত্রা) ছিল। রাজার প্রতিজ্ঞা ছিল যে হাতি যার গলায় বরমালা দেবে সেই পাত্রের সাথে রাজা তার মেয়ের বিবাহ দেবেন।এই ব্রাহ্মণ বন্ধুর দেখার ইচ্ছায় রাজপ্রাসাদে গেলেন। বহু রাজ্যের রাজকুমাররা সেখানে বিয়ে করতে এসেছিলেন। ইতিমধ্যে হাতি তার শুঁড়ে মালা নিয়ে এসে ব্রাহ্মণের গলায় মালা পরিয়ে দেয়। ফলে রাজকুমারীর বিয়ে হয় কার্তিকের বন্ধু এই ব্রাহ্মণের সাথে।একদিন রাজকন্যা তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করল- হে স্বামী, আপনি এমন কি করলেন যার কারণে হাতি অন্যান্য রাজকুমারদের ছেড়ে তোমাকে মালা পরিয়ে দিল। ব্রাহ্মণ ষোলো সোমবার ব্রত পদ্ধতি জানালেন। রাজকন্যা তার স্বামীর কাছ থেকে ষোল সোমবার ব্রত পদ্ধতি শিখে পুত্র লাভের কামনায় ষোল সোমবার ব্রত পালন করেন। আর ভোলেনাথের কৃপায় রাজকন্যা ফুটফুটে এক পুত্র সন্তান এর জন্ম দেন।পুত্র বড় হলে জিজ্ঞেস করলেন, মা, তোমার ঘরে আমি কী গুণে জন্মেছি? মা তার পুত্রকে ষোল সোমবার ব্রত পদ্ধতি জানালেন। মায়ের কথা শোনার সাথে সাথে পুত্র রাজ্যের কামনায় ষোলো সোমবার ব্রত শুরু করেন। সেই সময় রাজার দূতরা এসে তাকে রাজকুমারীর সাথে বিয়ে দেন। রাজকন্যার সাথে বিয়েটি হয়েছিল অনেক জাঁকজমক ও প্রদর্শনের সাথে। আর রাজা ব্রাহ্মণ কুমারকে রাজ্যের সিংহাসনে বসান। অতঃপর তিনিও এই ব্রত পালন করতে থাকলেন। সপ্তদশ সোমবার ব্রাহ্মণ কুমার রাজা তার স্ত্রীকে ব্রতর সমস্ত উপকরণ নিয়ে শিবালয়ে পৌঁছাতে বললেন। কিন্তু স্ত্রী দাসীদের মাধ্যমে মন্দিরে পূজার সামগ্রী পাঠান। রাজা যখন পূজা শেষ করলেন, তখন আকাশ থেকে দৈববাণী হলো - এই স্ত্রীকে তাড়িয়ে দাও - নইলে সে তোমাকে ধ্বংস করবে। ঈশ্বরের আদেশ মেনে রাজা রাণীকে তাড়িয়ে দিলেন।

ভাগ্যকে মেনে নিয়ে, রাণী ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত শহরে ঘুরতে ঘুরতে এক বৃদ্ধার সাথে দেখা হয়। বৃদ্ধা তুলার গাঁটি বাজারে বিক্রি করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধা তুলার গাঁটি তুলতে পারছিলেন না। বৃদ্ধা রাণীকে সাহায্য করতে বললেন।রাণী বৃদ্ধার কথা মেনে তুলার গাঁটি স্পর্শ করলেন, তারপর প্রবল ঝড় এল এবং গাঁটি খোলা হয়ে ঝড়ে সব উড়ে গেল। বৃদ্ধা ধমক দিয়ে রাণীকে বিদায় দিলেন। শহরে ঘোরাঘুরি করতে করতে রাণী পৌঁছালেন এক তেলির বাড়িতে। করুণায় বশবর্তী হয়ে তেলি রাণীকে তার বাড়িতে আশ্রয় দিতে রাজি হল। কিন্তু সেই সঙ্গে ভগবান ভোলেনাথের ক্রোধে তেল ভর্তি পাত্রগুলি একে একে ফেটে যেতে থাকে। রাগে তেলিও রাণীকে তাড়িয়ে দেয়। ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত রাণী একটি সরোবরের কাছে ঘুরে আসেন। রাণী তৃষ্ণা মিটানোর জন্য জল স্পর্শ করলেন এবং জল শুকিয়ে গেল। নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দিয়ে রাণী হাঁটতে হাঁটতে একটি জঙ্গলে পৌঁছে গেল। বনের মধ্যে পুকুরের স্বচ্ছ জল দেখে রাণী তৃষ্ণা মেটাতে পুকুরের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসেন এবং জল স্পর্শ করতেই জলে পোকামাকড় দেখতে পান। রাণী দুঃখ অনুভব করলেন এবং সেই জলই পান করে তার তৃষ্ণা নিবারণ করলেন।তারপর চলতে চলতে যখন রাণী একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে চাইলেন, সেই গাছের পাতা হঠাৎ শুকিয়ে পড়ে গেল। সে গিয়ে অন্য গাছের নিচে বসল কিন্তু সেখানেও একই অবস্থা হলো। জঙ্গল ও হ্রদের অবস্থা দেখে সেখানকার গোয়ালারা তাদের মন্দিরের পুরোহিতের কাছে নিয়ে গেল। রাণীকে দেখার সাথে সাথে পুরোহিত বুঝতে পারলেন যে রাণী নিশ্চয়ই কোন বড় বংশের। ভাগ্যের মারে সে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুরোহিত রাণীকে বললেন- কন্যা! তুমি আমার সাথে এই মন্দিরে থাকো, কোনো চিন্তা করো না। রাণী অনেক সান্ত্বনা পেলেন, তিনি সেই মন্দিরের আশ্রমে থাকতে শুরু করলেন, কিন্তু যা কিছু স্পর্শ করতেন তাতে পোকামাকড় লেগে যেত। পুরোহিত দুঃখী হয়ে রাণীকে জিজ্ঞেস করলেন- কন্যা, কোন দেবতার অপরাধে তোমার এই অবস্থা হয়েছে? রাণী বললেন যে আমি আমার স্বামীর আদেশ অমান্য করেছি এবং ভগবান মহাদেব এর পূজা সম্পন্ন করা হয়নি। পুরোহিত শিবের কাছে প্রার্থনা করলেন। পুরোহিত রাণীকে বললেন- কন্যা, তুমি ষোলো সোমবার ব্রত করো, রাণী পুরোহিতের কথা মেনে ষোল সোমবার ব্রত করতে লাগলেন এবং ব্রতকথা শুনতে শুরু করলেন। ব্রতর আবেগে রাজা, রাণীর কথা স্মরণ করলেন এবং তার সন্ধানে দূত পাঠালেন। দূতরা আশ্রমে রাণীকে দেখে রাজাকে ঠিকানা জানালেন। রাজা আশ্রমে গিয়ে পুরোহিতকে বললেন- মহারাজ, ইনি আমার স্ত্রী, ভগবান শিব রাগান্বিত হওয়ায় আমি তাকে পরিত্যাগ করেছিলাম। এখন, ভগবান শিবের কৃপায়, আমি তাকে নিতে এসেছি, দয়া করে তাকে আমার সাথে যেতে আজ্ঞা দিন। পুরোহিত অনুমতি দিলেন।রাজা-রাণীসহ শহরে আসার আনন্দে নগরবাসী নগর সাজিয়ে, বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে অভ্যর্থনা করতে থাকে। ভগবান শিবের কৃপায় রাজা-রাণি প্রতি বছর সোমবার ব্রত শুরু করেন এবং সুখে জীবনযাপন করতে থাকেন। একইভাবে, যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে ষোল সোমবারের ব্রত পালন করে এবং উপবাসের কথা শ্রবণ করে, তার সমস্ত ইচ্ছা পূরণ হয় এবং শিবলোক প্রাপ্তি হয়। — BhaktiKatha.com——